যায়যায়দিন ৯ মার্চ ২০০৯ সোমবার

৭

দক্ষিণ এশিয়ায় ট্রানজিটের গুরুত্ব

ড. এম আজিজুর রহমান

দক্ষিণ এশিয়ার ট্রানজিট বা করিডোর কার্যক্রমে যেসব দেশ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত তা হলো পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান। ট্রানজিট শব্দের অর্থ গমনাগমনের সুবিধা বা গমন পথ। সাধারণত স্থল পরিবহনের মাধ্যমে স্থানান্তরকরণ, চলাচল বা যাতায়াত সুবিধাকে ট্রানজিট বোঝায়। করিডোর বা সুদীর্ঘ আন্তর্জাতিক মহাসড়ক, যা দিয়ে একটি দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং প্রতিবেশী দেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করা যায়। সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সংশ্লিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন স্থানে বা সংশ্লিষ্ট স্টেশন বা বন্দরে ট্রানজিটের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি করা যায়। অনেকেই মনে করে, ট্রানজিট বা করিডোর বলতে কোনো দেশের যাতায়াত সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ড অন্য দেশের ভূখণ্ডে প্রসারিত। সংক্ষেপে আন্তর্জাতিক ট্রানজিট বা করিডোর বলতে পরিবহন, পরিবহন সংশ্লিষ্ট যানবাহন প্রতিবেশী দেশগুলোর ভেতরে চলাচল ও গমনাগমনের সুবিধা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি সহজে ও সাশ্রয়ী মূল্যে বাংলাদেশে উৎপাদিত মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি প্রতিবেশী অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা। আবার একইভাবে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, নেপাল ও ভুটান প্রতিটি দেশ সাশ্রয়ী মূল্যে উৎপাদিত মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি সাশ্রয় মূল্যে ক্রয় ও ভোগ করা। ট্রানজিট ও করিডোর সুবিধার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোরও আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে পরিবহন খরচ অনেকাংশে কমে যাবে। সাধারণ মানুষ জীবন ও জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে কম দামে মানসম্পন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ও ভোগ করতে পারবে।

প্রতিহিংসা তত্ত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন কারণে-অকারণে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা সমালোচনা, পর্যালোচনা ও শত্রুতা করতেই পারে। মানবসমাজকে দেশীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে শুধু গ্রহণযোগ্য ও সঙ্গত কারণের ওপর ভিত্তি করে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ট্রানজিট বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থনীতি বিজ্ঞানে Pareto Optimality Theory অনুযায়ী যদি কোনো কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের কারোর কোনো ক্ষতি না করে কমপক্ষে একটি মানুষ বা একটি গাছ বা একটি পশুর উপকার করে, কোনো বাধা বিপত্তির তোয়াক্কা না করে অত্র কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবে প্রয়োগ করা উচিত। এরূপ কর্মকাণ্ডের প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ কোনো আইনও পাস করা উচিত নয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও তদ্রূপ কোনো বাধা বিপত্তি থাকলে তা উপেক্ষা করা উচিত। উপরিউক্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীতব্য এ ট্রানজিট বা করিডোরের প্রস্তাবটি যদি পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানসহ সব দেশের উপকারে আসে এবং কোনো দেশের জন্য ক্ষতিকারক না হয় তাহলে প্রস্তাবটির ওপর অযথা বিরোধিতা কেন? বিরোধিতা করে যথার্থ এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে না পারলে আমি মনে করি আমরা এ ট্রানজিট প্রস্তাবটি নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারি। ভারত, পাকিস্তানসহ সবাই যদি এ ট্রানজিটের মাধ্যমে বাংলাদেশের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি উপকৃত হয় তবুও ভালো। কারণ বাংলাদেশের জন্য নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

আর্থিকভাবে আমাদের নিরাপত্তার বড়ই অভাব। এ সমস্যা দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশেই কমবেশি বিদ্যমান। তাই ট্রানজিট বা করিডোরের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ ও চাহিদা মেটানোর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুনিশ্চিত করতে পারলে সাধারণ মানুষগুলো সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় ও ভোগ করতে পারবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদিসহ ইত্যাদি ক্রয় ও সংগ্রহ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এ ধরনের ট্রানজিট ও করিডোর সুবিধা খুবই সহায়ক হবে।

অত্র প্রবন্ধে নিরাপত্তার বিষয়টি আমরা সর্বাঙ্গীণভাবে দেখেছি [illegible] প্রতিটি দেশ ও জাতি এবং জনগণ চায় জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং উদ্বেগহীন [illegible] রাখতে হবে শতকরা ১০০ ভাগ নিশ্চিত বা নির্ভরযোগ্য জীবনযাপন বলতে পৃথিবীতে কিছুই নেই। আধুনিক পারমাণবিক যুদ্ধের আমলে সারাবিশ্বে আমাদের সুনিশ্চিত জীবনের আশঙ্কা একটু হলেও হ্রাস পেয়েছে। তারপরও আমরা যে কোনো ভয়ভীতি ও আশঙ্কা থেকে বাংলাদেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে বিশ্বাসযোগ্য, নিরাপদ, সুরক্ষিত জীবনযাপন করতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। যার প্রায় অর্ধেক লোক দারিদ্র্যপীড়িত। দারিদ্র্যপীড়িত বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। আমরা কষ্ট করে হলেও বলতে পারি আর্থিকভাবে আমাদের নিরাপত্তার বড়ই অভাব। এ সমস্যা দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশেই কমবেশি বিদ্যমান। তাই ট্রানজিট বা করিডোরের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ ও চাহিদা মেটানোর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুনিশ্চিত করতে পারলে সাধারণ মানুষগুলো সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় ও ভোগ করতে পারবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদিসহ ইত্যাদি ক্রয় ও সংগ্রহ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এ ধরনের ট্রানজিট ও করিডোর সুবিধা খুবই সহায়ক হবে।

তাই আর্থিক দৈন্যের কথা ভেবে দারিদ্র্যপীড়িত ঘনবসতিপূর্ণ এ বাংলাদেশকে দারিদ্র্য বিমোচনের কথা ভেবে হলেও ট্রানজিট সুবিধার বিষয়টিতে আমাদের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। নিরাপত্তার বিষয়টি আমরা যেভাবেই দেখি না কেন, ১৪ কোটি লোকের এই বাংলাদেশ ১১২ কোটি লোকের ভারতের মাঝখানে অবস্থিত। তাই বলে অন্য কোনো দেশ এসে আমাদের গ্রাস করুক তা আমরা চাই না। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিরক্ষা বাহিনী ও সমরশক্তি এযাবৎ আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যেভাবে রক্ষা করে আসছে তা উপরিউক্ত ট্রানজিট দিলেও জাতীয় নিরাপত্তার প্রচেষ্টা একইভাবে চালিয়ে যেতে পারবে।

সংক্ষেপে প্রস্তাবিত ট্রানজিটটি কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়। এটি অর্থনৈতিক ইস্যু। এ ইস্যুতে ভারত ও বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশী দেশের স্বার্থ কীভাবে রক্ষা হবে তার যুক্তিসিদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ দরকার আছে। যেমন নেপাল-ভারত-বাংলাদেশ করিডোর, ভুটান-ভারত-বাংলাদেশ করিডোর এবং এক বা একাধিক ভারত-বাংলাদেশ করিডোর ইত্যাদি হবে ট্রানজিট বিষয়ে আলোচনার ভিত্তি। সংক্ষেপে ভিত্তিটি হবে Give and take policy. আমরা কিছু ছাড়বো ও কিছু নেবো।

ড. এম আজিজুর রহমান, [illegible]